দামুড়হুদায় নিবিড় পরিচর্যার পর মুক্ত আকাশে উড়ল ৬ তিলাঘুঘু পাখি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার শিবনগর ডিসি ইকো পার্কে নিবিড় পরিচর্যার পর ৬টি তিলাঘুঘু পাখি অবমুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড নেচার ইনিশিয়েটিভের উদ্যোগে এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সোমবার বিকেল ৬টার দিকে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পাখিগুলো অবমুক্ত করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লাভলী ইয়াসমিন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বন কর্মকর্তা সুরেশ চন্দ্র মিস্ত্রি, বাংলাদেশ ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড নেচার ইনিশিয়েটিভের সভাপতি ও বড় সলুয়া নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক আহসান হাবীব শিপলুসহ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

আহসান হাবীব শিপলু জানান, গত ২১ জুন ২০২৬ তারিখে জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহারের নির্দেশনায় জেলা কারাগার থেকে উদ্ধার করা ৫টি তিলাঘুঘু পাখির ছানা সংগঠনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ছানাগুলোর পাখা পুরোপুরি গজিয়ে না ওঠায় প্রায় ১ মাস ৬ দিন ধরে নিবিড় পরিচর্যা, চিকিৎসা ও লালন-পালন করা হয়। পরে তাদের সঙ্গে আরও একটি তিলাঘুঘু যুক্ত করে মোট ৬টি পাখি সুস্থ ও উড়তে সক্ষম হওয়ায় প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়।

তিনি আরও জানান, সংগঠনটির বন্যপ্রাণী পুনর্বাসন কার্যক্রমের নাম ‘মুক্তছন্দ’।

পাখি অবমুক্তকালে ইউএনও লাভলী ইয়াসমিন বলেন, “নিজ হাতে ৬টি পাখিকে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরিয়ে দিতে পেরে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড নেচার ইনিশিয়েটিভের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবার কারণেই পাখিগুলো আবার মুক্ত আকাশে ফিরতে পেরেছে। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।”

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্য সাহাবুল, নিরব, আবরার ফাইয়াজ, আলমাছ, রিয়াদসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় উপস্থিত সবাই সংগঠনটির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

দামুড়হুদায় গাঁজাসহ যুবক গ্রেপ্তার, ১ মাসের কারাদণ্ড

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে ৫ গ্রাম গাঁজাসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রোববার তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে সংক্ষিপ্ত বিচারে তাকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন আদালত।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন, দামুড়হুদা উপজেলার পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের শাহাদত আলীর ছেলে ইয়ারুল ইসলাম (৩০)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এসআই সেলিম রেজা গত ২৫ জুলাই (শনিবার) রাত ৮টা ১০ মিনিটের দিকে এলাকায় বিশেষ অভিযান ডিউটি করার সময় মোবাইল ফোনে খবর পান যে, দামুড়হুদা থানাধীন রাঘুনাথপুর গ্রামের রাঘুনাথ ব্রিজের ওপর একজন ব্যক্তি মাদকদ্রব্য সেবন করে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করাসহ জনসাধারণকে বিরক্ত করছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের শাহাদত আলীর ছেলে ইয়ারুল ইসলামকে আটক করে। পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তার দেহ তল্লাশি করে পরিহিত লুঙ্গির ডান কোঁচড় থেকে ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার ও জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে এসআই সেলিম রেজা আসামিকে সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থাপন করলে আদালত তাকে

১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং অপরাধ দমনে কঠোর অবস্থান বজায় রাখা হবে।

দামুড়হুদার গোপালপুরে গরু চুরি

দামুড়হুদা উপজেলার গোপালপুর গ্রাম থেকে একটি এঁড়ে গরু চুরি হয়েছে। গত শনিবার রাত আড়াইটার দিকে গোয়ালঘরের তালা ভেঙে গরুটি চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল।
জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মহাসিন আলীর ছেলে সুজন আলী প্রতিদিনের ন্যায় রাতে গরুকে খাবার দিয়ে গোয়ালঘরে তালা মেরে ঘুমাতে যান। পরে ভোর রাতে গরুকে খাবার দিতে গিয়ে তিনি দেখেন, গোয়ালঘরের তালা ভাঙা এবং গরুটি নেই। তার ডাক-চিৎকারে এলাকার মানুষ ছুটে এলে সবাই মিলে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও গরুটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
এ বিষয়ে সুজন আলী বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
গরুর মালিক জানান, লাল রঙের এঁড়ে গরুটির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা।
সুজন আলী বলেন, “গত এক বছর আগে বিভিন্ন ঋণ করে এবং কিছু জমানো টাকা দিয়ে একটি লাল এঁড়ে গরু কিনেছিলাম। আমার শেষ সম্বল গরুটি চোরের দল চুরি করে নিয়ে গেছে। এখন বিক্রি করলে প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা পেতাম। আমার সব শেষ হয়ে গেল। আমি একদম পথে বসে গেলাম।”
স্থানীয়রা জানান, এলাকায় চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়েই চলেছে। দামুড়হুদা শেখ ভাটার সামনে সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতি, কাঁঠালতলায় স্বর্ণের দোকানে চুরি, দামুড়হুদা হাটের সামনে থেকে পাখিভ্যান চুরি, সাইকেল চুরি এবং বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের গরু চুরির ঘটনা

ঘটেছে। সম্প্রতি দামুড়হুদা গুলশানপাড়া থেকে একটি মোটরসাইকেল ও একটি পাখিভ্যান চুরির ঘটনাও ঘটেছে। এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো চোরকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশের টহল জোরদার, চুরি-ছিনতাই প্রতিরোধ এবং চোরদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।
দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, “চুরির ঘটনায় একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে।”

দামুড়হুদায় একই দিনে মোটরসাইকেল ও পাখিভ্যান চুরি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় একই দিনে পৃথক দুটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলা সদরের গুলশানপাড়া থেকে একটি মোটরসাইকেল এবং বিকেলে জয়রামপুর দোহারধার এলাকা থেকে একটি পাখিভ্যান চুরি হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার গুলশানপাড়ার বাসিন্দা ও সোনালী ব্যাংকের কর্মচারী শিহাব উদ্দিন শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে তার বাড়ির সামনে নীল রঙের একটি ইয়ামাহা এফজেড ভার্সন-৩ মোটরসাইকেল (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: চুয়াডাঙ্গা-ল-১২-৯১৪৯) রেখে ঘরের ভেতরে যান। কিছুক্ষণ পর বাইরে এসে দেখেন মোটরসাইকেলটি নেই। স্থানীয়দের সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও মোটরসাইকেলের সন্ধান না পেয়ে তিনি দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অপরদিকে, একই দিন বিকেল ৩টার দিকে শরিফুল ইসলামের মালিকানাধীন একটি পাখিভ্যান ভাড়া চালক হিসেবে চালাচ্ছিলেন মহাজনপুর গ্রামের খোদাদ হোসেনের ছেলে আবুল হোসেন। এ সময় দুই ব্যক্তি জীবননগর যাওয়ার কথা বলে ৪০০ টাকায় ভ্যানটি ভাড়া করেন।

পথে জয়রামপুর দোহারধার এলাকায় পৌঁছালে বৃষ্টি শুরু হয়। তখন তারা একটি চায়ের দোকানে আশ্রয় নেয় এবং চালক আবুল হোসেনকে চা ও

বিস্কুট খাওয়ায়। অভিযোগ রয়েছে, চা পান করার পর আবুল হোসেন অস্বাভাবিকভাবে ঝিমিয়ে পড়েন। এ সুযোগে ওই দুই ব্যক্তি পাখিভ্যানটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, এলাকায় চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব অপরাধ দমনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, “মোটরসাইকেল চুরির ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

দামুড়হুদায় পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে গাঁজা ও ইয়াবাসহ টোটন (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পরে ভ্রাম্যমাণ (সংক্ষিপ্ত বিচার) আদালত তাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও চার দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। একই অভিযানে একটি মামলার পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এসআই মাহাবুল হক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের মালিথাপাড়ার জিয়াউল হকের ছেলে টোটন তার বাড়ির সামনে পাকা সড়কে মাদক সেবন করে অশালীন ভাষায় গালাগাল ও জনসাধারণকে বিরক্ত করছেন।

এ তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার (২৪ জুলাই) রাত ১০টার দিকে এসআই মাহাবুল হক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে টোটনকে

আটক করেন। পরে তার দেহ তল্লাশি করে পরিহিত প্যান্টের সামনের ডান পকেট থেকে এক পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও এক পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য আইনানুগভাবে জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে এসআই মাহাবুল হক সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য টোটনকে চুয়াডাঙ্গার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করলে আদালত তাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও চার দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

এদিকে, দামুড়হুদা মডেল থানার দলিয়ারপুর পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই ইব্রাহিম হোসেনের নেতৃত্বে একটি দল অভিযান চালিয়ে পারিজারি-০৩/২৫ মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি ছুটিপুর গ্রামের মৃত ফজলুল হকের ছেলে লিটন মিয়াকে শনিবার তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, গ্রেফতারকৃত দুজনকে শনিবারই চুয়াডাঙ্গা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, মাদকবিরোধী অভিযান এবং পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় তুলা চাষে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় ২০২৬-২৭ মৌসুমে তুলা ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।
বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় দামুড়হুদা উপজেলা অডিটোরিয়াম হলে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, চুয়াডাঙ্গা জোনের আয়োজনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহিন আলম বলেন, “তুলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। আধুনিক প্রযুক্তি ও সরকারি প্রণোদনার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে তুলার আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। এতে কৃষক যেমন লাভবান হবেন, তেমনি দেশের বস্ত্রশিল্পের কাঁচামালের চাহিদা পূরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জোনের প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা এ.এস.এম. ইজাজুল ইসলাম।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা ইউনিটের কটন ইউনিট অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) বিদ্যুৎ চন্দ্র দাস, চুয়াডাঙ্গা সদর ইউনিটের কটন অফিসার শয়েন চন্দ্র বর্মন, হেমায়েতপুর কটন ইউনিটের ইউনিট অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আনন্দ মধু, দর্শনা ইউনিটের কটন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মোক্তার হোসেন এবং উপকারভোগী কৃষকরা।

এবার উপজেলায় ৮৭০ জন কৃষক এ প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এসেছেন। প্রত্যেক কৃষককে প্রতি বিঘা জমির জন্য ৬০০ গ্রাম তুলাবীজ, ৫০ কেজি ডিএপি সার, ৫০ কেজি এমওপি সার, ২৫ কেজি ইউরিয়া, ২ কেজি বোরণ এবং ১০ বোতল কীটনাশক প্রদান করা হবে।

দামুড়হুদায় ইয়াবাসহ দুই মাদকসেবী জেল-জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ইব্রাহিমপুর এলাকায় ইয়াবাসহ দুই মাদকসেবীকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে তাদের সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে হাজির করা হলে পৃথক মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেন আদালত। আটককৃতরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার ইব্রাহিমপুর

কুলবিলা গুচ্ছগ্রামের জুড়োন আলীর ছেলে আজাবুল হক (২২) এবং চুয়াডাঙ্গা সদরের পীরপুর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে রিয়াজ হোসেন

(২৯)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান এর সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন এর তত্ত্বাবধানে এসআই প্রদীপ বিশ্বাস মঙ্গলবার ২১ জুলাই ২০২৬ তারিখ রাত ১০টা ৪০ মিনিটে বিষ্ণুপুর বাজার এলাকায় দায়িত্ব পালনকালে মোবাইল ফোনে খবর পান যে, ইব্রাহিমপুর কুলবিলা গুচ্ছগ্রাম কবরস্থানের সামনে দুই ব্যক্তি মাদক সেবন করায় স্থানীয় লোকজন তাদের আটক করে রেখেছে।

খবর পেয়ে এসআই প্রদীপ বিশ্বাস সঙ্গীয় ফোর্সসহ রাত ১০টা ৫০ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আজাবুল হক এবং রিয়াজ হোসেন কে পুলিশের হেফাজতে নেন।পরে তাদের দেহ তল্লাশিকালে আজাবুল হকের জিন্স প্যান্টের ডান পকেট থেকে সাদা পলিথিনে মোড়ানো একটি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং রিয়াজ হোসেনের জিন্স প্যান্টের বাম পকেট থেকে সাদা পলিথিনে মোড়ানো একটি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আলামত বিধি মোতাবেক জব্দ তালিকার মাধ্যমে জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে এসআই প্রদীপ বিশ্বাস আটক দুই আসামিকে সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) এ উপস্থাপন করলে আদালত আজাবুল হককে ১৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। এছাড়া রিয়াজ হোসেনকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ১,০০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, গতকালই দুজনকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে পুলিশের বিশেষ অভিযান ও আইনগত ব্যবস্থা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

[redacted]

[redacted]

পরবর্তীতে এসআই ফাহিম হোসেন আটক আসামিকে সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) এ সোপর্দ করলে আদালত জাহানারা খাতুনকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ২ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, প্রতারণাসহ সকল ধরনের অপরাধ দমনে পুলিশের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় নজরুল বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘নজরুল বর্ষ ২০২৬-২৭’ উদযাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সুষ্ঠু ও সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার দুপুর ১২টায় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লাভলী ইয়াসমিন।

সভায় নজরুল জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সার্বিক প্রস্তুতি, অংশগ্রহণকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর করণীয়, বিচার কার্যক্রম, অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং সফল বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম, বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে ইউএনও লাভলী ইয়াসমিন বলেন, “জাতীয় কবি কাজী

নজরুল ইসলামের আদর্শ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সকলের আন্তরিকতা ও সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলে আমি আশাবাদী।”

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে যথাযোগ্য মর্যাদায় নজরুল বর্ষ ২০২৬-২৭ উদযাপন করা হবে।

দামুড়হুদায় পৃথক অভিযানে গাঁজাসহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় পৃথক অভিযানে গাঁজাসহ একজন এবং মাদকসেবনের অভিযোগে আরও একজনকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে দুজনকেই আদালতে সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে পৃথক দুটি অভিযান পরিচালিত হয়।

প্রথম অভিযানে, গত ২০ জুলাই বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই সিয়াবুল ইসলাম জুড়ানপুর মাঝপাড়া গ্রামের আব্দুল মোল্লার বাড়িতে অভিযান চালান। এ সময় ইয়াছিন আরাফাত (২৪) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তার পরিহিত লুঙ্গির কোচর থেকে একটি পুরিয়ায় রাখা প্রায় ৪ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পরে তাকে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে এক মাসের বিনাশ্রম

কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও পাঁচ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

অপরদিকে, ২০ জুলাই গভীর রাতে বড় দুধপাতিলা গ্রামের একটি পরিত্যক্ত বসতবাড়িতে এক ব্যক্তি মাদক সেবন করে অশালীন আচরণ করছেন, এমন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মশিউর রহমান ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের হেফাজত থেকে মহাসিন ওরফে পিস্তল (২৫) নামে এক আটক করেন।

পুলিশ জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে তিনি মাদক সেবনের কথা স্বীকার করেন। পরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ডোপ টেস্ট করানো হলে পরীক্ষায় ক্যানাবিনয়েডস (THC) পজিটিভ আসে। এরপর তাকে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে উপস্থাপন করা হলে আদালত এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও পাঁচ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, দুই আসামিকেই আদালতের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত বিচারে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে।